তুলা উন্নয়ন বোর্ড

ভলিউম-১, সংখ্যা-১

এপ্রিল-২০১৫

সিডিবি ই-নিউজলেটার

এই সংখ্যার ভিতর

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	২
দারিদ্র্য বিমোচনে তুলা চাষের ভুমিকা	২
রিলে ফসল হিসেবে তুলার সাথে ভুট্টার চাষ	২
তুলা ফসলের কৃষিতত্ত্ব	৩
হাইব্রিড জাতের তুলার প্রবর্তন	৩
উচ্চফলনশীল তুলার জাত সিবি - ১৪	৩
তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৬

এ মাসের করণীয়

- *প্রদর্শনী চাষী/ বীজ উৎপাদনকারী চাষী নির্বাচন*
- *জিনিং/বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ*
- *বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের নিবন্ধন ও চুক্তি সম্পাদন*
- *বীজ বিতরণের চাহিদাপত্র সংগ্রহ*

বাংলাদেশের অপ্রচলিত অঞ্চলসমূহে তুলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা

ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক

তুলা টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল এবং চাষীদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলোঃ গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন ও তুলার বাজারজাতকরনে চাষীদের সহায়তা প্রদান। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ সালে দেশে ৪২,৭০০ হেঃ জমিতে তুলা আবাদ করে ১,৫২,০০০ বেল আঁশ তুলার উৎপাদন করা হয়েছে যা তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর হতে সর্বোচ্চ পরিমান।

তুলার আবাদ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের খাদ্য নিরাপত্তায় কার্যকরী ভুমিকা রাখছে এবং মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। উৎপাদিত বীজতুলা থেকে ৪০% আঁশ ও ৬০% বীজ পাওয়া যায়। বীজ থেকে পুনরায় ১৫% ভোজ্য তৈল ও ৮৫% খৈল পাওয়া যায়। আমাদের বার্ষিক আঁশতুলার চাহিদা প্রায় ৪৫ লক্ষ বেল । বর্তমান উৎপাদন দেশীয় চাহিদার ৩.৬% মাত্র। আগামী ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে স্থানীয় ভাবে মোট চাহিদার ১৫-১৬% মেটানের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫ম বৃহত্তম তুলা ব্যবহারকারী এবং ২য় বৃহত্তম আমদানীকারী দেশ। বাংলাদেশ সাধারণত ভারত, সিআইএস (উজবেকিস্থান, কাজাখাস্থান ইত্যাদি) এবং আফ্রিকার দেশ সমূহ থেকে তুলার আমদানি করে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, আমাদের দেশে উৎপাদিত তুলার গুনগতমান আমদানীকৃত তুলার গুনগত মানের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

পাহাড়ের ঢালে ধান+তুলার আন্তঃফসল চাষ

তুলা একটি খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল ফসল। তবে বন্যামুক্ত ও উঁচু জমি তুলা চাষের উপযোগী। খাদ্য উৎপাদনে কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে তুলা চাষ সম্প্রসারণের জন্য অপ্রচলিত অঞ্চল সমূহে যেমন: তামাক ও কৃষিবনায়ন জমিতে, খরা, লবনাক্ত, চর ও পাহাড়ী এলাকার তুলা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে। ইতোমধ্যে সমতল ভূমিতে তুলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তা সাফল্যজনক ভাবে চাষীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে অপ্রচলিত অঞ্চল সমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদারকরণ করা প্রয়োজন।

তুলা গবেষণার বর্তমান অবস্থা

ড. মোঃ কামরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

তুলা গবেষণা কার্যক্রম তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপর ১৯৯১ সালে ন্যাস্ত করা হয়। ইতিমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে ১৬টি উচ্চফলনশীল তুলার জাত এবং তুলা চাষের ৫২টি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা সাফল্যজনক ভাবে চাষীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের উদ্ভাবন, কৃষিতাত্বিক ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা উর্বরতার উন্নয়ন, তুলার ক্ষতিকারক পোকামাকড় এবং রোগবালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৫টি গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। জুলাই/২০১৫ হতে শ্রীপুর তুলা খামারে বিটি তুলার কনটেইন্ড গ্রীণ হাউজে ট্রায়াল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তুলা উন্নয়ন বোর্ড গ্রহন করেছে।

আমাদের দেশে তুলা গবেষণা ও উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হলো তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষকদের জন্য কোন নিয়োগবিধি না থাকা। ফলতঃ তুলা গবেষণা কার্যক্রম তুলা উন্নয়ন বোর্ডে ১৯৯১ সালে ন্যস্ত করা হলেও অদ্যাবধি কোন গবেষককে পদোন্নতি প্রদান করা কিংবা নতুন গবেষক নিয়োগ করা যায়নি।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

ড. মোঃ তাসদিকুর রহমান, উপ পরিচালক (সদর দপ্তর)

বর্তমানে দেশের ৩৭টি জেলায় ও ১২০ টি উপজেলায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ কার্যক্রম রয়েছে। তার মধ্যে ৩টি জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় (ঢাকা, রংপুর, যশোর) ও ১০টি জোনাল কার্যালয়ের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও ঝিনাইদহ) অধীনে ১৬২ টি কটন ইউনিট/ সাব ইউনিট কার্যালয়ের মাধমে সমভুমি তুলার সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন ৩টি জোনাল কার্যালয়ে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ২৫টি কটন ইউনিট/সাব ইউনিট কার্যালয়ের মাধ্যমে পাহাড়ী তুলার সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তুলার মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম

চলতি ২০১৪-১৫ মৌসুমে ৫২০০০ হেক্টর জমিতে (সমভূমির তুলা- ৩৪৫০০ হেক্টর এবং পাহাড়ী তুলা ১৭৫০০ হেক্টর) মোট ২,০৫,০০০ বেল আঁশ তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪২,৭০০ হেক্টর জমিতে (সমভূমির তুলা ২৬,৩২০ হেক্টর এবং পাহাড়ী তুলা ১৬,৩৮০ হেক্টর) চাষ করা হয়েছে। তুলা উঠানো শেষ হয়েছে । এ মৌসুমে ১,৫২,০০০ বেল (১ বেল = ১৮২ কেজি) আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে।

চলতি ২০১৪-১৫ মৌসুমে মোট ১৭৪৫ টি প্রদর্শনী (পার্টিসিপেটরী রিসার্চ, আদর্শ, জাতভিত্তিক, তুলার সাথীফসল ও শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী) প্লট স্থাপন করা হয়। এছাড়া, সমভূমির তুলার মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য ১২৫ হেক্টর জমিতে বীজ ব্লক এবং ৭৫ হেক্টর জমিতে পাহাড়ী তুলার বীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে তুলা চাষের ভুমিকা

এ বি এম মাহমুদ হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক

তুলাচাষে প্রায় ৮২,৫৬০ জন চাষি সম্পৃক্ত রয়েছে। এসব চাষি তুলা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

বাংলাদেশে তুলা একটি অর্থকরী ফসল । দেশের বস্ত্র শিল্পে তুলার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তুলা একমাত্র ফসল যা পৃথিবীব্যাপী আঁশের জোগান দেয় এছাড়া তুলা হতে ভৈজ্য তেল, বীজ এবং বিভিন্ন উপজাত উৎপন্ন হয় যার বহুবিদ ব্যবহার আছে। তুলা উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের আয় ও কর্মসংস্থান হয়। তুলা চাষিরা বীজতুলা বিক্রয় করে নগর অর্থ আয় করতে পারেন। তুলাচাষে প্রায় ৮২,৫৬০ জন চাষি সম্পৃক্ত রয়েছে। এসব চাষি তুলা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। তুলার প্রধান পণ্য হচ্ছে আঁশ। এছাড়া, তুলা বীজ হতে উপজাত দ্রব্য হিসেবে ভোজ্য তেল ও খৈল পাওয়া যায়। তুলার খৈল গবাদি পশু ও মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শুকনা তুলা গাছ কাগজ তৈরির পাল্প, পার্টিকেল বোর্ড তৈরির পাল্প ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোট আঁশ বা ফাজ দ্বারা বিভিন্ন ধরণের বস্তু তৈরি হয় যেমনঃ কাগজ, টোয়াইন তৈরি হয়। লিন্টার পাল্প থেকে বিভিন্ন ধরণের কাগজ তৈরি হয়। তুলা উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী থেকে শুরু করে বীজতুলা বাজারজাতকরণ, জিনিং আঁশতুলা বিপনণ, তুলাবীজ থেকে তেল উৎপাদন ও পরিশোধন প্রভৃতি কাজে বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়। কাজেই, তুলা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতরণ কার্যক্রম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ ভুমিকা রাখছে।

রিলে ফসল হিসেবে তুলার সাথে ভুট্টার চাষ

মোঃ মোমিনুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

তুলা একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল। বপন থেকে ফসল উঠানো পর্যন্ত ৬ মাস সময় লাগে তাই তুলার জমিতে তুলা উঠানোর পূর্বে ভূট্টা রিলে ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। আষার-শ্রাবন মাসে উঁচু জমিতে তুলার চাষ করা হয়।৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিতে হবে। সারিতে তুলাবীজ বপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩ ফুট এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১.৫ ফুট।

কার্তিক মাসে তুলা ফসলের মাঝে ভুট্টা বীজ বপন করতে হয়। এ সময় তুলা সময় তুলা ফসলের বোল পরিপক্কতা লাভ করতে শুরু করে। বৃষ্টি হলে অথবা সেচ দিয়ে জমি বপনের উপযোগী করতে হবে। দা অথবা নিড়ানী দিয়ে গর্ত করে গর্তের মাঝে ভুট্টার ২টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ থেকে বীজের র্দরত্ব হবে ১০ ইঞ্চি। চারা গজানোর পর প্রতি গোছার একটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে।

তুলার সাথে ভুট্টার চাষ

তুলা উঠানো শেষ হলে গাছগুলো কেটে জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। চৈত্র মাসে ভুট্টা পরিপক্ক হলে ভুট্টা উঠাতে হবে।

তুলা ফসলের কৃষিতত্ত্ব

মোঃ আখতারুজ্জামান , অতিরিক্ত পরিচালক

তুলা একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, কিন্তু একে বার্ষিক ফসল হিসেবে আবাদ করা হয়। আমাদের দেশে দুই প্রজাতির তুলার চাষ করা হয়ে থাকে। তুলার আবাদের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা, রোদ এবং মাটির আর্দ্রতা প্রয়োজন। তুলার আবাদের জন্য ৫০০-৭০০ মিমি বৃষ্টিপাত যথেষ্ট। তুলাগাছ জমিতে দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। তাই তুলাচাষের জন্য উপযুক্ত হচ্ছে উঁচু জমি যেখানে বন্যা বা বৃষ্টির পানি ৬-৮ ঘন্টার বেশী জমে থাকে না। গাছের শিকড় বিস্তৃতিতে সুবিধাযুক্ত উত্তম নিষ্কাশিত মাটি তুলাচাষের উপযোগী। তুলাচাষের জন্য উৎকৃষ্ট হচ্ছে- বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ প্রকৃতির মাটি। এছাড়াও, এটেল দো-আঁশ ও পলিযুক্ত এটেল দো-আঁশ মাটিতে তুলাচাষ করা যায়। অতি অল্প বা অতি ক্ষার উভয় প্রকার মাটি তুলাচাষের জন্য অনুপোযোগী।

তুলাচাষের জন্য মাটির 'পি এইচ' মান ৬-৭.৫ থাকা ভালো। মাঝারি লবণাক্ততা (৮ ডিএস/মিটার) সম্পন্ন উঁচু জমিতেও তুলাচাষ করা যায়। ছায়াযুক্ত স্যাঁত স্যাঁতে জমি তুলাচাষের জন্য পরিহার করতে হবে।

জাত ভেদে তুলার বীজ ১ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবন পর্যন্ত (১৫ জুন থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত) বপনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে ৩০ শ্রাবন অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে। হাইব্রিড জাত আগাম বপন করা উত্তম।

পরিপক্ক তুলার মাঠ

তুলার পরিপক্কতা ও বীজতুলা সংগ্রহকালীন সময়ে শুষ্ক মৌসুম অপরিহার্য । উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করা হলে তুলা উঠিয়ে ঐ জমিতে সহজেই বোরো ধান, আলু, গম, ভূট্টা ও সবজির মতো উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ করা যায়।তুলা গাছের মুল মাটির গভীর স্তরে প্রবেশ করে পানি ও খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে বিধায় যে সকল ফসলের মুল মাটির উপর স্তর হতে পানি ও খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে সেসব ফসলকে তুলা ভিত্তিক শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব।

হাইব্রিড জাতের তুলার প্রবর্তন

ড.মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব, উপ-পরিচালক

বিগত ২ বছর যাবৎ তুলা উন্নয়ন বোর্ড হাইব্রিড জাত প্রবর্তন করেছে এবং হাইব্রিড জাতের ফলন বর্তমানে প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে প্রায় দ্বি-গুন। কৃষকের জমিতে চাইনিজ হাইব্রিডের সফলভাবে ফিল্ড ট্রায়ালের পর দেখা যায় যে, জাতগুলোর ফলন ৩-৩.৫ টন/হেক্টর এবং জিওটি ৪০% এর উপরে এবং আঁশের গুনগতমান প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে ভাল। বিভিন্ন বেসরকারী বীজ কোম্পানী কর্তৃক আমদানিকৃত হাইব্রিড জাত যেমনঃ রুপালী-১, ডিএম-১, ডিএম-২ এবং বিভিন্ন চাইনিজ হাইব্রিড জাত একই রকমের উপযোগিতা দেখা যায়। তুলার হাইব্রিড জাত সমপরিমাণ জমি থেকে দ্বি-গুন তুলা উৎপাদন করতে পারে কারণ এগুলোর বোলওয়ার্ম এবং অন্যান্য চর্বনকারী পোকার আক্রমন কম। যাহা উৎপাদন খরচ কমাতে এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে পারে। আমরা জানি আমাদের জমিগুলো খুবই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন এবং তুলা দীর্ঘমেয়াদী ফসল, ইহা জন্মাতে ৬ মাসের বেশি সময়ের প্রয়োজন। বিগত ২-৩ বছর যাবৎ তুলার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, হাইব্রিড চাষ করে ফলন ও লাভ বৃদ্ধির প্রভাবে কৃষক তুলা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। বাংলাদেশে ৪ লাখ হেক্টর জমি তুলা চাষের আওতাভূক্ত করা সম্ভব। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তুলার হাইব্রিড জাত সমপরিমাণ জমি থেকে দ্বি-গুন তুলা উৎপাদন করতে পারে কারণ এগুলোর বোলওয়ার্ম এবং অন্যান্য চর্বনকারী পোকার আক্রমন কম।

উচ্চফলনশীল তুলার জাত সিবি - ১৪

এম আবেদ আলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ১৪টি আমেরিকান তুলার জাতের মধ্যে সিবি-১৪ অন্যতম। এ জাতটি ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। বীজ বপনের ৪৮-৫৫ দিনের মধ্যে গাছে ফুল ফোটে, ১১৫-১২০ দিনের মধ্যে বোল ফাটে এবং এর জীবনকাল ১৭৫-১৮৫ দিন। প্রতি গাছে বোল সংখ্যা ৩৫-৪৫ এবং বোলের ওজন ৫.৫ থেকে ৬ গ্রাম । গাছে জোড়া ও গুচ্ছবল পরিলক্ষিত হয়। এটি রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা পুরুত্বের কারণে জ্যাসিড ও এফিডের আক্রমণ তুলনামূলক কম । হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন ফলন পাওয়া যায়। সিবি-১৪ এর জিওটি ৩৮.৫-৩৯.৫%, আঁশের দৈর্ঘ্য ১.২০ ইঞ্চি, আঁশের মসৃনতা ৩.৭-৩.৮ মাইক্রোনিয়ার এবং আঁশের শক্তি ৮৫.০৫ পিএসআই। সিবি-১৪ জাতের তুলা উচ্চ ফলন সক্ষমতার জন্য চাষী পর্যায়ে, অধিকতর জিনিং আউট টার্ন বা জিওটি এর জন্য জিনার পর্যায়ে এবং উন্নত আঁশের গুনাবলীর কারনে স্পিনারদের নিকট বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সিবি - ১৪ জাতের তুলা

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
খামারবাড়ি রিয়ার বিল্ডিং
৫ম তলা, ফার্মগেট, ঢাকা - ১২১৫

টেলিফোন-৮৮০-২-৮১১৭৭২৮
ফ্যাক্স-৮৮০-২-৫৮১৫২৭৫৮
ই-মেইল: mfaridcdb@gmail.com

ওয়েবসাইট
http://cdb.portal.gov.bd

সিডিবি এর মিশন হলো তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমানো।

সিডিবি

উপদেষ্টা মন্ডলী

১. ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক
২. মোঃ আখতারুজ্জামান
অতিরিক্ত পরিচালক
৩. ড. মোঃ তাসদিকুর রহমান
উপ পরিচালক (সদর দপ্তর)

সম্পাদনায়

ড. মোঃ কামরুল ইসলাম
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ই-মেইল:
islam.mdkamrul@gmail.com

কৃষি প্রযুক্তি মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্টল পরিদর্শন

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা খামারসমূহে এবং ইউনিট পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। চলতি ২০১৪-১৫ মৌসুমে জানুয়ারী ২০১৫ মাস পর্যন্ত গবেষণা খামারে ২০ জন বিজ্ঞানী / সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ১৪৫ জন গবেষণা/সম্প্রসারণ কর্মী ও ১৬০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তুলা চাষী প্রশিক্ষণ

৩৫টি মাঠ দিবস/ চাষী সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলা চাষিকে তুলা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ / প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিট পর্যায়ে ১০,১৪৩ জন সাধারণ তুলা চাষীকে এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারনের লক্ষ্যে সদর দপ্তর, বিভিন্ন ফার্ম ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে ৫টি কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ মৌসুমে সমভূমি ও পাহাড়ি তুলার গবেষণা কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে সদর দপ্তরে ১টি অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও ১টি বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা হয়। উক্ত কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ, বেসরকারী বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধি, জিনার প্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ মিলিয়ে ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন।